ডেটলাইট ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১

নুরুজ্জামান মানিক
ফ্রীল্যান্স সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান।

ষোল ডিসেম্বর ১৯৭১ -বাঙ্গালীর হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জল দিন । এদিনই বাঙ্গালী সর্বপ্রথম যথার্থভাবেই বাংলাদেশের শাসনভার পরিচালনার পর্যায়ে উপনিত হয়েছিল।বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ড.নীহার রায় রচিত 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' থেকে জানা যায় যে, একমাত্র রাজা শশাঙ্ক এবং জালালুদ্দিন যদু ছাড়া আর কোনো বাঙ্গালীই বঙ্গ বা বাংলাদেশ শাসন করেননি ।পাল ও সেন বংশও ছিল বহিরাগত। মুসলিম আমলের ইসলাম খা ,শায়েস্তা খা, মীর জুমলাসহ সকল শাসকই ছিলেন অবাঙ্গালী। নবাব আলীর্বদী খা'ও এসেছিলেন দাক্ষিণাত্য থেকে।নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে কোন সংযোগ ছিল না। এরপর তো চললো, ১৯০ বছরের উপনিবেশবাদী বৃটিশ শাসন। ১৯৪৭ সালে মুক্তির খোয়াবে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ধ্বনি তুলে এই বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ ও আমজনতা 'পাকিস্তান ' নামক এক বিচিত্র ও বিষম রাষ্ট্র গঠনে কায়েদে আজমের সহযোগী হল কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হল না ।তাই তারা আবার ধ্বনি তুলল 'ইয়ে আজাদি ঝুটা '। উপনিবেশবাদী বৃটিশ শাসকগন যেভাবে ভারতবর্ষকে শাসন -শোষন করেছিল ,প্রায় একই কায়দায় (নাকি একটু বেশী) পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-শোষক গোষ্ঠী বাংলাদেশকে তাদের নির্মম উপনিবেশ শোষনের লীলাক্ষেত্রে পরিনত করেছিল। এই শোষন -বৈষম্যের ভয়াবহতা সর্বপ্রথম বিধৃত হয় লন্ডন থেকে প্রকাশিত ও পাকিস্তানে নিষিদ্ধকৃত '**Unhappy East Pakistan**'শীষর্ক পুস্তিকার মাধ্যমে (প্রকাশকাল ১৯৫৯) । অর্থনৈতিক শোষন -বৈষম্যের পাশাপাশি চলছিল বাঙ্গালীর ভাষা ও সংস্কৃতির উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ ও তথাকথিত মুসলমানিকরন প্রকল্প। দূভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, তাদের এই কাজে সহযোগী ছিল এদেশেরই কিছু কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবী ।***বস্তুত, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-শোষক গোষ্ঠীর এই ক্রমবর্ধমান শোষন -বৈষম্য ও বাঙ্গালীর ভাষা ও সংস্কৃতির উপর নগ্ন হস্তক্ষেপের একমাত্র ও অনিবার্য পরিনতিই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব।***

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল বিশ্বের সর্বকালের দখলদার বা স্বৈরাচারের কবল থেকে নিপীড়িত জাতির মুক্তির ইতিহাসের এক অনন্য সাধারণ ঘটনা । পৃথিবীর আর কোন জাতি স্বাধিনতার জন্য মাত্র নয় মাসে এত রক্ত দেয়নি এবং ছিনিয়ে আনতে পারেনি স্বাধিনতা।

লেনিন-স্টালিনের রুশ বিপ্লব , ড.আহমদ সুর্কন'র ইন্দোনেশিয়ার স্বাধিনতা আন্দোলন ,মাও সে তুং-লিউ শাও চি-চৌ এন লাই-মার্শাল চুতে প্রমুখের নেতৃত্বাধীন চীন বিপ্লব, ফিদেল ক্যাষ্ট্রো -চে গুয়েভারা প্রমুখের কিউবা বিপ্লব কিংবা হো চে মিন-খিউ সাম্ফান প্রমুখের ভিয়েতনাম -কম্বোডিয়ার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোন মতদ্বৈততা দেখা দেয়নি । কিন্তু দূভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সবচেয়ে গৌরবের এই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রয়েছে সবচেয়ে বেশি বির্তক ও দ্বন্দ্ব । মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি বা পূর্বাপর ইতিহাস নিয়ে স্বয়ং মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধিনতার পক্ষের মানুষের মধ্যেও কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্বাধিনতা বা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তরুন প্রজন্ম তাই আজ সম্পুর্ন বিভ্রান্তির মধ্যে আছে। ***আবেগ-কল্পনা-পুর্বনির্ধারিত ধারণা-দলীয় বা গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভঙ্গি ও আচ্ছন্নতা- নেতা বা দলের প্রতি অন্ধভক্তিবাদ-আত্মমহিমার মোহ ইত্যাদির উর্দ্ধে উঠে আমরা কি পারিনা নিরংকুশ সত্যের আলোকে মুক্তিযুদ্ধের প্রামান্য ইতিহাস লিখতে ?***

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধিনতা যুদ্ধ এক কথা নয়। মুক্তিযুদ্ধ একটা জাতির ভৌগলিক মুক্তিসহ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক -সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক মুক্তির যুদ্ধ। বস্তত, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রার্থমিক স্তর অর্থাৎ ভৌগলিক স্বাধিনতার স্তরটুকুই অর্জন করেছিল । কিন্তু বাকি স্তরগুলি কতটা আমরা অর্জন করেছি বিগত ৩৬ বছরে ? এটা সত্য যে, গত ৩৬ বছরে বেশ কিছু কোটিপতি সৃস্টি হয়েছে (যেটা পাকিস্তান আমলে আদৌ সম্ভব ছিল না) কিন্তু আপামর জনগণের নিঃস্বায়ন বা পপারাইজেশন বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে -তাই নয় কি? আমরা কি আজো গড়ে তুলতে পেরেছি একটি সুস্থ রাজনৈতিক ইনস্টিটিউট ?

আকাশ যতই মেঘাচ্ছন্ন থাকুক , সুর্য উঠবেই ।সেই সূর্যের প্রতক্ষায় আর কতকাল থাকব? একটি শান্তিময়, সমৃদ্ধশালী উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য ।কতকাল আর কতকাল?

রচনাকালঃ ডিসে ১৩,২০০৬